গাংনীতে ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে কুকুরের দুধ পান করছে ছাগলছানা

একটি ছাগল ছানা ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তার মা’র দুধ পান না করে প্রায় দশদিন ধরে একটি মা কুকুরের দুধ পান করে বড় হচ্ছে। এমনই একটি খবর এলাকায় চাঞ্চল্য সুষ্টি করেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বাজার পাড়ার মৃত আব্দুল বারির স্ত্রী ও হেমায়েতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইসমতারার বাড়িতে।

জানাযায়, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের দিকে তার বাড়ির ছাগল দুটি ছাগল ছানা জন্ম হয়। দুটি ছাগল ছানার মধ্যে একটি ছাগল ছানা তার মায়ের দুধ পান না করলে বাড়ির লোকজন ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। পরে তারা লক্ষ করে বাড়িতেই পোষা নারী কুকুরের দুধ পান করছে। এই বিষয়টি নিয়ে বাড়ির লোকজনের সাথে প্রতিবেশিদেরও মাঝে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

তবে বর্তমানে ছাগলছানাটি কুকুরের দুধের পাশাপাশি তার মায়েরও দুধ পান করছে বলে জানিয়েছেন বাড়ির লোকজন।

- এ সিদ্দিকী শাহীন, গাংনী

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের নতুন কমিটিকে বিদায়ী সম্পাদকের শুভেচ্ছা

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্লাবের সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক মো: ইয়াদুল মোমিন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলা প্রেসক্লাবের কার্যালয়ে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় নবনির্বাচিত সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সহ-সভাপতি নাসের চৌধুরি, গণযোগাযোগ সম্পাদক এ সিদ্দিকী শাহিন, অর্থ সম্পাদক দিলরুবা খাতুন, সদস্য মর্তুজা ফারুক রুপক, মেহেরপুর প্রতদিনের স্টাফ রির্পোটার রাব্বি পারভেজ ও এস এ সাদিক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে মানবাধিকার দিবস পালন

মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুন্যর অগ্রযাত্রা’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মানবাধিকার দিবস।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ উপলক্ষে পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার শহিদুল ইসলাম, আইসিটি অফিসার শ্যাম ঘোষ, তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারসহ উপজেলা সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে মানবাধিকার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- মুজিবনগর অফিস

গাংনীতে সরকারি ভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে শীতার্ত ও দুস্থ ব্যাক্তিদের মাঝে সরকারি ভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ধান খোলা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেন, ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান।

এ সময় উিপিস্থত ছিলেন ইউপি সচিব রফিকুল ইসলামসহ ◌্ইউপি সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

ইউনিয়নের মোট ৫৬০ জনকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, গাংনী উপজেলার দুস্থ ও অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে পর্যায়ক্রমে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে সরকারি ভাবে টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারিভাবে ৪৫ টাকা কেজি দরে টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক এবং উপজেলা

নিবর্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় গাংনী থানার থানার ওসি ওবাইদুর রহমান, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সহ স্থানীয় নেতা কর্মী ও সকল শ্রেনী পেশার জনগণ উপস্থিৎ ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে “ওয়াশ ইন হেলথ” প্রকল্প

“শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ” এই ¯ স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, শিশুর যতœ, গর্ভকালীন ও গর্ভ পরবর্তী সেবাসহ ২৭ ধরনের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি ছয় হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় প্রায় তিন লক্ষ গ্রামীন জনগোষ্ঠিকে সেবা দানের জন্য রয়েছে ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক। সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিকগুলো দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও স্বল্প পরিসরে অবস্থিত।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অবকাঠামোগত দূর্বলতা, সংস্কারের অভাব এবং পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার অনুপোযুক্ত হওয়ার ফলে সেবা প্রদান ও গ্রহনে বাধা হয়ে দাড়ায়।

নিরাপদ খাবার পানি, টয়লেট সুবিধা ও হাত ধোয়ার সুযোগ না থাকায়, প্রায়ই সেবা নিতে আসা রোগীদের বিশেষ করে গর্ভবতী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী রোগীদের অসুবিধায় পড়তে হয়।

উপজেলার ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ২৯টি ক্লিনিকে এ অবস্থার পরিবর্তন এনেছে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত এলজিআই লেড ‘ওয়াশ ইন হেল্থ’ প্রকল্প।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে আসছে বেসরকারি আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়াটার এইড ও জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা ‘এসকেএস’ ফাউন্ডেশন।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ খাবার পানির জন্য স্থাপন করা হয়েছে নলকুপ, পুরুষ ও নারীদের জন্য চলমান পানির ব্যবস্থাযুক্ত পৃথক টয়লেট, রোগী ও সেবাদানকারীদের হাত ধোয়ার সুবিধার জন্য বেসিন এবং গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক রোগীদের ক্লিনিকে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে র্যাম্প।

দূর-দুরান্ত থেকে আসা সেবা গ্রহীতাদের বসার ব্যবস্থাও যুক্ত করা হয়েছে সংস্কারকৃত ক্লিনিকগুলোতে।

ইউনিয়ন পরিষদের এই প্রকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সেবার মান বাড়াতে উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রদান করা হয়েছে হুইল চেয়ার। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ বৃদ্ধি করা হয়েছে নিয়মিত তদারকী এবং স্বাস্থ্য-পুষ্টির সাথে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেবা দানকারী কর্মীদের।

পাশাপাশি, দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে উক্ত ক্লিনিকগুলো পরিচালনা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানকারী কমিউনিটি গ্রæপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রæপের সদস্যদের।

গাড়াডোব কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি ফাহমিদা খাতুন জানান সংস্কারের পূর্বের বছরে সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ছিল ৬০২৮জন এবং সংস্কারের পর তা বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬৭৭ জন। বর্ধিত রোগীর তুলনায় সরবরাহকৃত ঔষধের সামঞ্জস্য না থাকায় সেবা নিতে আসা সকল রোগীকে রেজিস্টারভুক্ত করা সম্ভব হয়না।

সানঘাট গ্রামের বাসিন্দা সাবানা খাতুন বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের বর্তমান পরিবেশ খুবই সুন্দর বিশেষ করে খাবার পানি, টয়লেটের

ব্যবস্থা, বসার জায়গা সবই আছে কিন্তু ঔষধ পাওয়া যায় না মাসের অর্ধেক দিন। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ ঔষধ বাড়িয়ে দিলি আমারা গরীব মানুষগুলা বাঁচি।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সংস্কার ও ওয়াশ পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৬ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পটি অবদান রেখেছে অত্র ইউনিয়নসহ গাংনী উপজেলাবাসীর জন্য।

আমি বিশ্বাস করি, যথাযথ কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা পেলে এই রকম আরও অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে ইউনিয়ন পরিষদ।

এসকেএস ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান আকন্দ জানান, ক্লিনিকগুলোর ওয়াশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করা হয়েছে কমিউনিটি গ্রæপের সহযোগিতায়। টেকসই উন্নয়নে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন, ইউনিয়ন পরিষদের নজরদারী ও পর্যাপ্ত সরকারী বরাদ্দ।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসেবা দেশের সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই কমিউনিটি ক্লিনিক করেছেন।

তবে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মানের দিক থেকে মেহেরপুর জেলার সরকারী-বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও সাধারণ জনগনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিচালিত উক্ত প্রকল্পটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গাংনী উপজেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আক্তারুজ্জামান, গাংনী

মুজিবনগরে মানবাধিকার দিবস পালিত

মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুন্যর অগ্রযাত্রা’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে মানবাধিকার দিবস।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ উপলক্ষে পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার শহিদুল

ইসলাম,আইসিটি অফিসার শ্যাম ঘোষ, তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারসহ উপজেলা সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে মানবাধিকার দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- গাংনী প্রতিনিধি

তোজাম্মেল সভাপতি মাহাবুব চান্দু সম্পাদক

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে তোজাম্মেল আযম (যুগান্তর) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে মাহাবুব চান্দু (ইত্তেফাক) নির্বাচিত হয়েছে। ১১টি পদের বিপরিতে প্রতিদ্ব›◌িদ্ব না থাকায় নির্বাচন কমিশনার মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু মঙ্গলবার তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

নির্বাচিত অন্যরা হলো সহ-সভাপতি নাসের চৌধরী (টাইমস বার্তা), যুগ্ম সম্পাদক মো. আক্তারুজ্জামান (মানবজমিন/বাংলাটিভি), অর্থ-সম্পাদক দিলরুবা খাতুন (বাসস ও প্রতিদিনের সংবাদ), গণযোগাযোগ সম্পাদক এ সিদ্দিকী শাহীন (দিনের খবর) ও দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা (আমাদের অর্থনীতি)। নির্বাহী সদস্যগণ হলো মুহাম্মদ মহসীন

(মাটির ডাক), মিজানুর রহমান (আমার সংবাদ), হারুন অর রশিদ রবি (দৈনিক দিনকাল) ও শাকিল রেজা (দৈনিক অধিকার)।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটিকে শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মোর্শেদ অতুল, মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক এমএএস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, চীফ রিপোর্টার মর্তুজা ফারুক রুপক, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

নচিকেতা গাইবেন মাসুদ অরুণের লেখা বিএনপির রণ সংগীত!

ভারতের জনপ্রিয় বাংলা ভাষার সংগীতশিল্পী নচিকেতা বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের লেখা রণসংগীত গাইবেন । মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ নিজেই সোমবার এ তথ্য জানান।

মাসুদ অরুণ বলেন, জাতীয়তাবাদী দল আগামী দিনের আন্দোলন সফল করতে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরই রাজধানীতে রণসংগীতের ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন করা হবে বলেও তিনি জানান।

অরুণ জানান, রণসংগীতের শুরুটা হবে এভাবে, জাগো বাহে, জাগো বাহে, বাতাসে বারুদের গন্ধ, মিছিলের ডাক শুনতে কি পাও। শিগগিরই গানটি নচিকেতার কণ্ঠে রেকর্ড করা হবে। এখন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

অরুণ বলেন, যে রণসংগীত তৈরি করা হচ্ছে তা শুধু এখনই নয়। ভবিষ্যতে দেশে দেশে এ রণসংগীত মানুষকে উজ্জীবিত করবে। যেভাবে জিয়াউর রহমান

দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। -নিজস্ব প্রতিনিধি

স্বর্ণ চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কি মেহেরপুর ?

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা গুলো স্বর্ণ চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার করছে চোরাকারবারীরা, মাঝে মাঝে বহনকারীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও গডফাদাররা পর্দার আড়ালে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করছে চোরাকারবারী।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, বুড়িপোতা, আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ চালান করে থাকে চোরাকারবারীরা। ইতিমধ্যে বিজিবি’র হাতে বেশ কয়েক দফা স্বর্ণের বার ধরা পড়লেও অধরা থেকে যায় মুল হোতারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তেতুলবাড়ীয়া গ্রামের একজন জানান, সীমান্ত থেকে প্রথমে তেতুলবাড়ীয়া সহ নিরাপদ কয়েকটি রুটে প্রথমে নেওয়া হয়। তারপর এ গুলো গাংনী হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাচারকরা হয়।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কলোনিপাড়ার আক্কেল আলীর ছেলে আবু তাহের স্বর্ণ পাচার করার সময় ঢাকার দারুস-সালাম পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সাথে থাকা একই গ্রামের তাহেরের মামা আব্দুর রউফ এর ছেলে আব্দুল আওয়াল নামের আরেক পাচারকারী পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ঢাকার দারুস-সালাম থানায় তাহের ও আওয়াল এর নামে একটি স্বর্ণ পাচারকারী নামে মামলা দায়ের করা হয়, যার নাম্বার ১৬/২০১৯। বর্তমানে তাহের ঢাকার

অন্ধকার জেলে বন্দি থাকলেও পালিয়ে বেড়াচ্ছে আওয়াল।
মেহেরপুরের গাংনী থানায় আওয়ালকে আটক করার জন্য চিঠি দিলেও অজ্ঞাত

কারনে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নেয়নি পুলিশ।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান।

ঢাকা দারুস-সালাম থানার ওসি আসলাম বলেন, আমার স্বর্ণ পাচার করার সময় মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আবু তাহের নামের একজনকে আটক করি। এসময় আওয়াল নামের আরও একজন আসামী পালিয়ে যায়।

আওয়ালকে আটক করার জন্য গাংনী থানায় চিঠি পাঠানো হলেও কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে গাংনী থানা ব্যবস্থা না গ্রহন করে আমরা আমাদের মত করে আসামী ধরে আনার ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের কলনিপাড়ার আবু তাহেরের পিতার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার ছেলে মাঠে কাজ করে খাই সে স্বর্ণ চালানের বিষয়ে কিছুই জানেনা। মাঝে মাঝে তার মামা আওয়াল তাকে কিছু টাকা দেবে বলে ঢাকায় নিয়ে যেতো।

তিনি আরও বলেন, আওয়াল ও তাহের এরা শুধু মাত্র টাকার বিনিময়ে বহন করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়।
এছাড়াও তিনি বলেন, এই ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদের মধ্যে কেই ক্ষমতাবান নেতা বা টাকাওয়ালা ব্যবসায়ী।

আওয়ালের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি সাংবাদিকের সাথে দেখা করবে না বলে জানায় তার স্ত্রী। আওয়ালের ফোন নাম্বার চাওয়া হলে তার স্ত্রী একটি ভুল নাম্বার দেন।

পরবর্তিতে আওয়ালের চাচাতো ভাই সহিবুল ইসলাম এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয়। তাতে কাজ না হলে আওয়ালের ভগ্নিপতি মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল মালেক নিউজ না করার জন্য সাংবাদিকদের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

টাকার প্রস্তাবে রাজি না হলে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক পদের পরিচয়ে শ্যামপুর গ্রামের সাইদুর রহমান পেশায় হোমিও চিকিৎসক মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে সাংবাদিকদের ডেকে সমঝোতার চেষ্টা করে এবং সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য চাপ দেয়।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টায় ব্যার্থ হয়ে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেওয়া হয়। সেই সাথে বলা হয়, এসব নিউজ করে লাভ নেই, এখানে বড় বড় রাঘববোয়ালরা জড়িত। টাকা

পয়সা দিয়ে সব ম্যানেজ করা হয়ে যাবে।

গোপন সুত্র থেকে জানা যায়, প্রতি চালানে ২০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয় বহনকারীদের। এর ভিতর থেকে কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে পরবর্তিতে অন্য কাউকে দিয়ে বহন করা হয়। এভাবেই চলতে থাকে স্বর্ণ চোরা চালান।

টাকার লোভে অনেকেই এই চোরাকারবারীর সঙ্গে জড়িয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরে একুল ওকুল দুই কুলই হারাচ্ছে। কিন্তু মুল হোতারা প্রভাবশালি হওয়ায় ধরা ছোয়ার বাইরে থাকছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, স্বর্ণ চোরাচালান কোন রিপোর্ট আমার কাছে আসেনি। এ ধরনের কোন ঘটনা যদি মেহেরপুরে হয়ে থাকে তবে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আওয়ালের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বিষয়টি তদন্ত করে দেখবো। যদি ঘটনার সত্যতা থাকে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আল আমিন- মর্তুজা ফারুক রুপক